Ramakrishna Vivekananda Mission
Model Question Answer for Annual Examinartion
Class-V[redacted]
Subject-History

1)সঠিক উত্তরে √ চিহ্ন দাও- যেকোনো 40টি 40x1=40

√ √

1) প্রাচীন রাঢ় বা লাঢ় অঞ্চলের দুটি ভাগ ছিল - (উত্তররাঢ়, পশ্চিম রাঢ়, দক্ষিণ রাঢ়, পূর্ব রাঢ়)
উ:- উত্তর এবং দক্ষিণ রাঢ়।

√

2) শশাঙ্ক ছিলেন –(বৌদ্ধ, চীনাধর্ম, শৈব, জৈন ধর্মের উপাসক)
উ:- শৈব।

√

3) একাদশ শতকের শেষদিকে - (মহিপাল,গোপাল,রামপাল,ধর্মপাল রাজা হন)
উ:-রামপাল ।

√

4) চোলদের রাজধানী ছিল - (কর্ণাটক/কনৌজ/থাঞ্জাভুর বা তাঞ্জোর/লক্ষনাবতী)।
উ:- থাঞ্জাভুর বা তাঞ্জোর ।

√

5)ইসলামীয় সালের নাম –(হিজরি /হিজরত/সন/সাল)
উ:-হিজরি ।

√

6)খালিফা শব্দটি – (আরবি/পাঞ্জাবি/উর্দু/বিহারী)
উ:- আরবি ।

√

7)সামন্ত প্রভুরা বহু - (দুর্গ/কোঠাবাড়ি/কুঠি/জলাধার তৈরি করেন)
উ:- দুর্গ ।

√

8)পাল ও সেন যুগের উৎপন্ন ফসলের – (১/৩ ভাগ / ১/৪ ভাগ/ ১/৬ ভাগ / ১/৭ ভাগ)
কৃষকদের কাছ থেকে কর হিসাবে নেওয়া হতো।
উ:- ১/৬ ভাগ ।

√

9) চক্রপাণি দত্ত লিখেছিলেন – (রামচরিত/ হর্ষচরিত/ চিকিৎসা বিজ্ঞানের বই/ কোরান)।
উ:- চিকিৎসা বিজ্ঞানের বই ।

Scanned with CamScanner

10) আচার্য হর প্রসাদ শাস্ত্রী - (নেপাল থেকে/আসাম থেকে/ফ্রান্স থেকে/দুবাই থেকে) - চর্যাপদ- পুঁথি উদ্ধার করেন ।
উ:- নেপাল থেকে ।

11) ধর্মপাল ভাগলপুর শহরের কাছে - (নালন্দা মহাবিদ্যালয়/তক্ষশীলা মহাবিদ্যালয়/ বিক্রমশীল মহাবিহার/হিন্দু কলেজ) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ।
উ:- বিক্রমশীল মহাবিহার ।

12) চোল রাজ নির্মাণ করেন- (তাঞ্জোর মন্দির/অজন্তা গুহা/ রাজরাজেশ্বর মন্দির/কুলোতুঙ্গ মন্দির) ।
উ:- রাজরাজেশ্বর মন্দির ।

13) দশকুমার গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন - (মহেন্দ্র বর্মন/ দণ্ডী/ নরসিংহ বর্মন/ বিজয়াদিত্য) ।
উ:- দণ্ডী ।

14) ৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দে - (সিংহ বিষ্ণু /দ্বিতীয় পুলকেশী /রাজেন্দ্র চোল/ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য- কাঞ্চির সিংহাসনে বসেন।
উ:- সিংহ বিষ্ণু

15) 'পাইবস' মানে - (সিংহাসনের সামনে নতজানু হওয়া/ সম্রাটের পদচুম্বন/ সম্রাটকে সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম/ সম্রাটকে আলিঙ্গন) ।
উ:- সম্রাটের পদচুম্বন ।

16) সুলতানি যুগের আকবর - মহম্মদ বিন তুঘলক/ আলাউদ্দিন খিলজী/ ফিরোজ তুঘলক/ হজরত মুহাম্মদ ।
উ:- ফিরোজ তুঘলক ।

17) পাঞ্জাবের লাহোর জেলার তালবন্দি গ্রামে- (চৈতন্যদেব/গুরু নানক/কবীর/দাদু) জন্মগ্রহণ করেন ।
উ:- গুরু নানক ।

18) ধর্মনিরপেক্ষ কথাটি -(১৯২৭ সালে/ ১৯৭৬ সালে/ ১৯৭৮ সালে/ ১৯৮০ সালে) ৪২ তম সংশোধনের মাধ্যমে করা হয়।
উ:- ১৯৭৬ সালে ।

Scanned with CamScanner

√

19) আমেরিকায় দ্বি নাগরিকতা –(আছে /নেই /সবেমাত্র চালু হয়েছে/10 বছর আগে চালু) ।
উঃ- আছে ।

√

20) ভারতের সংবিধানের মৌলিক কর্তব্য সংখ্যা- (১২টি / ৭টি/ ১০টি/ ১১টি)।
উঃ- ১১টি ।

√

21) মুঘল যুগে জনপ্রিয় খেলা ছিল –(তীর-ধনুক/ কুস্তি/ বর্শা/ সাঁতার) ।
উঃ- কুস্তি ।

√

22) শেখ নিজাম উদ্দিন আউলিয়া –(চিশতি/ সিলসিলা / জৈন / বৌদ্ধ সাধক) ।
উঃ- সিলসিলা ।

√

23) সুহরাবদী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা–(কুতুবউদ্দিন আইবক/আকবর/বদরউদ্দিন জাকারিয়া/কবীর)।
উঃ- বদরউদ্দিন জাকারিয়া ।

√

24) নামধর্ম প্রচার করেছিলেন–(শ্রীচৈতন্য/ শ্রীমন্ত শংকরদেব/ তোরমান / ভানুগুপ্ত) ।
উঃ- শ্রীমন্ত শংকরদেব ।

√

25) তৈমুর লঙ উত্তর ভারত আক্রমণ করেন -(১৩৯৭ খ্রিঃ/ ১৩৯৬ খ্রিঃ/ ১৩৯৫ খ্রিঃ/ ১৩৯৮ খ্রিঃ)।
উঃ- ১৩৯৮ খ্রিঃ

√

26) "জামের" যুদ্ধ হয় -(১৬২৮ খ্রিঃ / ১৬২৭ খ্রিঃ/ ১৫২৮ খ্রিঃ / ১৫২৪ খ্রিঃ)।
উঃ- ১৫২৮ খ্রিঃ ।

√

27) হলদিঘাটের যুদ্ধ হয় - (বাবরের সাথে আকবরের / আকবরের সাথে তৈমুরের / আকবরের সাথে রানা প্রতাপের / রানা প্রতাপের সাথে উদয় সিংহের) ।
উঃ- আকবরের সাথে রানা প্রতাপের ।

√

28) চোল রাজ্যে ব্যবসায়ীদের সার্থ দেখার জন্য– উর /নাডু /নগরম্ /গীল্ড নামে পরিষদ তৈরি হয়েছিল।
উঃ- নগরম ।

29) বৌদ্ধধর্ম মতে নির্বাণ লাভ করলে –(মানুষ দুঃখ থেকে মুক্তি পায়/ এই পৃথিবীতে মানুষকে বারবার জন্মগ্রহণ করতে হয় / মানুষকে তার পাপের ফল ভোগ করতে হয়/

Scanned with CamScanner

√

বারবার মানুষকে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে হয় না ।

উ:- বারবার মানুষকে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে হয় না ।

30) হর্ষচরিতে শশাঙ্ককে- ভালো রাজা বলা হয়েছে / নিষ্ঠুর রাজা বলা হয়েছে/ রাজাধিরাজ

√

বলা হয়েছে/ নিন্দা করা হয়েছে ।

উ:- নিন্দা করা হয়েছে ।

√

31) সেন রাজাদের আদি বাসস্থান ছিল - (দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট অঞ্চল/ উড়িষ্যার উদয়গিরি অঞ্চল/ বাংলাদেশের বরিশাল অঞ্চল ।

উ:- দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট অঞ্চল ।

√

32) শিবাজী পুরন্দরের সন্ধি করেন- ১৫৬৫/ ১৬৬৫/ ১৭৬৫/ ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে ।

উ:- ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে ।

√

33) গুরু অর্জুনের ছেলে ছিলেন- গুরু রামদাস/ গুরু হরগোবিন্দ/ গুরু তেগ বাহাদুর/ গুরু নানক ।

উ:- গুরু হরগোবিন্দ ।

√

34) কঙ্ঘা কথার অর্থ- কেশ/ কৃপান/ চিরুনি/ মুকুট ।

উ:- চিরুনি ।

√

35) ফারুক হোসেন ছিলেন- স্থাপত্যশিল্পী/ চিত্রশিল্পী/সঙ্গীতশিল্পী/ তবলাবাদক ।

উ:- চিত্রশিল্পী ।

36) নাচের জন্য 'কুমিল' পোশাক তৈরি করেন- আমির খসরু/রাজা মানসিংহ তোমর /

√

মহারাজা ভাগ্যচন্দ্র/ জাহাঙ্গীর ।

উ:- মহারাজা ভাগ্যচন্দ্র ।

√

37) "ইসলাম" শব্দের অর্থ- ঈশ্বরের ধ্যান করা/ ঈশ্বরের নামে কিছু দান করা/ ঈশ্বরের কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ ।

উ:- ঈশ্বরের কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ ।

√

38) নেতা হলাগু আব্বাসীয় বংশকে আক্রমণ করেন- ১৩৫৮ খ্রিস্টাব্দে/ ১২৫৮/ খ্রিস্টাব্দে/ ১৪৫৮ খ্রিস্টাব্দে/ ১৫৫৮ খ্রিস্টাব্দে ।

Scanned with CamScanner

উ:- ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে।

39) হর্ষবর্ধনের উপাধি ছিল- শুদ্ধদীপ্ত/ শিলাদিত্য /কুমারদীপ্ত/ হর্ষদীপ্ত ।
উ:- শিলাদিত্য ।

40) হর্ষবর্ধনের মৃত্যু হয়- ৭৪৭ খ্রিস্টাব্দ/ ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ/ ৬৪৭ খ্রিস্টাব্দ/ ৬৬২ খ্রিস্টাব্দ ।

2) শূন্যস্থান পূরণ করো- ১০টি 1x10=10

ক) পাল ও সেন যুগে কৌলিন্য প্রথা প্রচলিত ছিল ।
খ) হিউ য়েন সাঙ ভারত ভ্রমণ কাহিনীতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বহু তথ্য দিয়েছেন ।
গ) মূল সংবিধানে ৩৯৫ টি ধারা ও ৮ টি তালিকা ছিল ।
ঘ) জীবন কালে হজরতের উপদেশাবলী হাদীস নামে সংকলিত ।
ঙ) সুলতানি যুগের একজন ঐতিহাসিক ছিলেন মিনহাজ-ই- সিরাজ ।
চ) ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খলজী মারা যান ।
ছ) খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক ছিল ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের সেরা সময় ।
জ) আহমেদনগরের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মালিক অম্বর ।
ঝ) পারসিক চক্র কাজে লাগানো হতো জল তোলার জন্য ।
ঞ) জৌনপুরি রাগ তৈরি করেন হোসেন শাহ শরকি ।

3) যেকোনো ১০টি প্রশ্নের উত্তর দাও:- 1x10=10

ক) শশাঙ্কের শাসন কালে গৌড়ে যে ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তাকে কি বলা হত?- গৌড়তন্ত্র ।
খ) কোথায় চোল রাজ্য গড়ে উঠেছিল?- কাবেরী এবং তার শাখা নদীগুলির বদ্বীপকে ঘিরে চোল রাজ্য গড়ে উঠেছিল ।
গ) বেদুইনদের প্রধান খাদ্য কি ছিল?- খেজুর এবং উটের দুধ ।
ঘ) পবনদূত কাব্য কার লেখা?- ধোয়ী ।
ঙ) "খলিফা" কি?- আরবদের ধর্মগুরু এবং রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা ।
চ) শূলপাণি কে ছিলেন?- পাল এবং সেন যুগের ভাস্কর ।
ছ) খানুয়ার যুদ্ধ কাদের মধ্যে হয়? - সংগ্রাম সিংহ ও বাবর এর মধ্যে।
জ) কে কৃষকদের পাট্টা দিতেন? - শেরশাহ।
ঝ) আকবরনামা কে লিখেন ?-আবুল ফজল।
ঞ) ভক্তিবাদের মূল কথা কি ছিল? -ভগবানের প্রতি ভক্তের ভালোবাসা বা ভক্তি ।
ট) মীরাবাঈ কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? - রাজস্থানের একটি ক্ষত্রিয় বংশে ।

Scanned with CamScanner

4) যেকোনো দশটি (১০) প্রশ্নের উত্তর দাও-

2x10=20

ক) শশাঙ্কের আমলে কোন মুদ্রার প্রচলন ছিল? শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলায় যে অরাজকতা দেখা যায় তাকে কি বলে ?

উঃ- সোনার মুদ্রা, মাৎস্যন্যায়ের যুগ ।

খ) পাল আমলের শাসন ব্যবস্থায় যে সামন্ত রাজাদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় তাদের কি নামে ডাকা হোত ? মহীপালের ছোট ভাই কে ছিল?

উঃ- রাজন,সামন্ত,মহা সামন্ত -রামপাল ।

গ) ম্যানর কি? নাইট কাদের বলা হয় ?

উঃ- ম্যানর হোল খামার, সামন্ততন্ত্রের যুগে যারা লোহার পোশাক পরে,ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করত তাদের বলা হত নাইট।

ঘ) কৃষ্ণ হুন এবং শ্বেত হুন কাদের বলা হয়?

উঃ- চতুর্থ খ্রিস্টাব্দের শেষে যে শাখাটি ইউরোপে প্রবেশ করে রোম সাম্রাজ্য কে ধ্বংস করে, তাদের বলা হয় "কৃষ্ণ হুন" যারা এশিয়ার অক্ষু নদীর তীরে বসতি স্থাপন করে তাদের বলা হয় শ্বেত হুন।

ঙ) বা-শরা ও বে-শরা কি ?

উঃ-সুবিধা ছিল প্রধানত দুই প্রকারের। বা-শরা অর্থাৎ যারা ইসলামী আইন (শরা) মেনে চলত এবং বে-শরা অর্থাৎ সেই সুফিরা যারা এই আইন মানত না, ভারতের দুই মতাদর্শের সুফিরা ছিল, যাযাবর সম্প্রদায় কালানদার ছিল বে-শরা চিশতি এবং সুহরা বর্দীরা ছিল বা-শরা ।

চ) "চাহার বাগ" কাকে বলে? দীনপনাহ শহরটি কার সময়ে বানানো হয়?

উঃ- বাবরের সময় চার ভাগে ভাগ করা একরকম সাজানো বাগান কে "চাহার বাগ" বলে ।
হুমায়ুনের আমলে দীনপনাহ শহরটি বানানো শুরু হয়।

ছ) খালসা কে গঠন করেন? তিনি কোন পাঁচটি জিনিস সর্বদা তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে রাখতে বলতেন ?

উঃ- গুরু গোবিন্দ সিংহ "খালসা" গঠন করেন । পাঁচটি জিনিস হল কেশ, কঙ্খা, কচ্ছা, কৃপাণ এবং কড়া।

জ) কোন কাব্যে আলাউদ্দিন খলজির "চিতোর" রাজ্য অভিযানের কথা আছে? সেটি কে লিখেছেন?

উঃ-পদ্মাবতী কাব্যে, এটি লিখেছেন কবি সৈয়দ আলাওল ।

ঝ) ভারতবর্ষের সংবিধানের প্রস্তাবনায় কি বলা হয়েছে?

উঃ-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রস্তাবনার আদলেই এটিকে গ্রহণ করা হয়েছে । প্রস্তাবনায় ভারত রাষ্ট্রের নীতি,আদর্শ, লক্ষ্য, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রকৃতির কথা বলা হয়েছে । ৪২ তম সংবিধান সংশোধনের পর প্রস্তাবনায় যা আছে তাতে ভারতকে একটি সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, প্রজাতন্ত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে -এইটুকু লিখলেও চলবে।

ঞ) চোল বংশের প্রথম ঐতিহাসিক রাজা কে ? "মাদুরাই কোন্ড" উপাধি কে নিয়েছিলেন?

উঃ- কারিকল, প্রথম পরান্তক ।

ট) " দক্ষিণাপথনাথ" কাকে বলে? বল্লাল সেন কি রচনা করেন?

উঃ- দ্বিতীয় পুলকেশী কে দক্ষিণাপথ নাম বলা হয় । বল্লাল সেনের রচনা দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর ।

Scanned with CamScanner

5)যে কোন চারটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দাও -

4x5=20

ক) জোড় বাংলা কাকে বলা হয় ? বাংলায় স্থাপত্য শিল্পের তিনটি পর্যায় থেকে যে কোনো দুটি লেখ। 2+3=5

উ:- ইমারতে ইটের ব্যবহার বাংলার স্থাপত্য রীতির একটি বৈশিষ্ট্য এবং বেশিরভাগ মন্দির চালু ধাঁচে তৈরি করা হতো এর পেছনে যুক্তি ছিল বেশি বৃষ্টিতে জল দাঁড়াতে পারবে না । এই বিশেষ নির্মাণ পদ্ধতির নাম বাংলা অঞ্চলের নামেই স্থাপত্যরীতির নাম হওয়ার এটা একটা উদাহরণ । পুরনো অনেক মন্দিরের কাঠামো এই ঘাটেই তৈরি হতো । এমনই দুটি কাঠামো পাশাপাশি জুড়ে দিলে তাকে জোর বাংলা বলা হতো। চাল বা চালা ভিত্তিক মন্দির বানানোর রীতিও বাংলায় দেখা যায় । মন্দিরের মাথায় কটি চালা আছে সেই হিসাবেই কোনও মন্দির একচালা, কখনো কখনো বা আটচালা হোত। ইসলামী স্থাপত্যের ধাঁচে চালা গুলির মাথায়ও মাঝেমধ্যেই খিলান, গম্বুজ বানানো হোত ।

সাধারণ আয়তক্ষেত্র কার কাঠামোর উপর একাধিক চূড়া দিয়ে তৈরি মন্দিরও এই সময় বাংলায় বানানো হয় । সেই গুলির নাম "রত্ন", একটি চূড়া থাকলে সেটি একরত্ন মন্দির ,পাঁচটি চূড়া থাকলে পঞ্চরত্ন মন্দির।

এই মন্দির গুলির বেশিরভাগই দেওয়ালে পোড়ামাটির বা টেরাকোটার কাজ করা হোত ।পোড়ামাটির তৈরি এই মন্দিরগুলি বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর ছাড়াও বাংলার নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে । এই যুগের বাংলার স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাসকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায় । প্রথম পর্যায়ে (১২০১-১৩৩৯ খ্রিস্টাব্দে) বাংলার রাজধানী ছিল গৌড়, ত্রিবেণীতে জাফর খানের সমাধির ভগ্নাবশেষ এবং বসিরহাটে ছড়িয়ে থাকা কিছু স্তুপ ছাড়া এ সময়কার কোন স্থাপত্য আজ আর নেই ।

দ্বিতীয় পর্যায়ের (১৩৩৯-১৪৪২খ্রি:) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য হল মালদহের পান্ডুয়ায় সিকান্দার শাহের বানানো আদিনা মসজিদ ।

এছাড়া হুগলি জেলায় ছোট পান্ডুয়ার মিনার ও মসজিদ এবং গৌড়ের শেখ আকিজ সিরাজের সমাধি এই পর্যায়ের আরো কিছু উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য।

তৃতীয় পর্যায়ে (১৪৪২-১৫৩৯খ্রি:) বাংলায় ইন্দো -ইসলামিক স্থাপত্য শিল্প সবচেয়ে উন্নত হয় । পান্ডুয়ায় সুলতান জালালউদ্দিন মহম্মদ শাহর (যদু)সমাধি (একলাখি সমাধি নামে বিখ্যাত) এই দেশের সেরা নিদর্শন । উচ্চতায় খুব বেশি না হলেও টেরাকোটার গম্বুজ ও তার অর্ধ গোলাকৃতির জন্য এটি বাংলায় ইন্দো ইসলামিক স্থাপত্য উন্নতির অন্যতম নজির । বরবক শাহের আমলে তৈরি গৌড়ের দাখিল দারওয়াজা এসময়ের আরো একটি উল্লেখযোগ্য নির্মাণ । এছাড়াও সেসময়ের রাজধানী গৌড়ের আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যের নদীর হলো তাঁতিপাড়া মসজিদ মসজিদ, গুম্মত মসজিদ ও লোটান মসজিদ । ১৪১৮ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয় ২৬ মিটার উচ্চতার ফিরোজ মিনার । ইট ও টেরাকোটার কাজ ছাড়া এই মিনারটি সাদা ও নীল রঙের চকচকে টালি দিয়েও অলংকৃত । ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে তৈরি বড় সোনা মসজিদ গৌড়ের সবচেয়ে বড় মসজিদ ।

Scanned with CamScanner

খ) সুলতানি যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যা জানো লেখ। $2\frac{1}{2} + 2\frac{1}{2}$

উ:- সামাজিক:- মুসলিম সমাজ মূলত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। বিদেশী মুসলিম ও ভারতীয় মুসলিম। উচ্চপদ গুলিতে বিদেশি মুসলমানদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব ছিল। ভারতীয় মুসলিমরা ছিল বঞ্চিত ও অবহেলার পাত্র। সমাজ ও রাষ্ট্রে বিদেশি মুসলমানরা যেখানে সম্মানে ভূষিত হতো সেখানে ভারতীয় মুসলমানরা ছিল নিস্ফলের হতাশের দলে। মুসলিম সমাজে আরও বিভেদ পরিলক্ষিত হয়। এক শ্রেণীর লোক সৈনিক- তারা আমির, সিপাহশালার পদগুলিতে অধিষ্ঠিত হত। অন্য একটি শ্রেণীতে করনিক, শিক্ষক ও ধর্মীয় পদগুলিতে কর্তৃত্ব ছিল। সবার নীচে অবস্থান করত দোকানদার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। সমাজ ব্যবস্থায় হিন্দুদের অবস্থান যে শোচনীয় হবে তা বলাই বাহুল্য। সমাজে তাদের কোন মান মর্যাদা ছিল না। তারা অত্যাচারিত ও নিষ্পেষিত হত। ব্রাহ্মণদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ধর্মান্তরিত হত। হিন্দু সমাজে বর্ণভেদ ,জাতিভেদ প্রথা তীব্রমাত্রায় ছিল। এ যুগে বাল্যবিবাহ প্রথা, সতীদাহ প্রথা পর্দা প্রথা প্রচলিত ছিল। নারী শিক্ষা বলে কিছুই ছিল না। মেয়েরা ছিল ভোগ ও উপেক্ষার পাত্রী। মুসলমানদের কাছে হিন্দুরা "বিধর্মী"বা কাফের বলে গণ্য হত।

অর্থনৈতিক:- সুলতানি যুগে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি প্রচলিত ছিল। মুসলিম শাসকরা কৃষির উন্নতির জন্য তৎপর ছিলেন। সেচ ও পরিবহন ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নতি হয়েছিল। স্বনির্ভর গ্রামীণ অর্থনৈতিক জীবনের সন্ধান পাওয়া গেছে। জিনিসপত্রের দাম কম হওয়ায় মানুষের সংসারের সেই অর্থে অভাব-অনটন ছিলনা। গ্রামে, শহরে নানা ধরনের ছোট ছোট শিল্প গড়ে উঠেছিল। ভারতের সঙ্গে আফগানিস্থান, মালয় ভুটানের বাণিজ্যিক সম্পর্কের সন্ধান মেলে। তবে একথাও অনস্বীকার্য সম্পদ বন্টনের বৈষম্য থাকায় একশ্রেণীর হাতে যেমন সম্পদের প্রাচুর্য ছিল, অন্য শ্রেণির চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিন গুজরান হত।

গ) পাল ও সেন যুগের বাঙালি খাওয়া-দাওয়া ও কৃষিজ কাজ সম্পর্কে যা জানো লেখ। 5

উ:- **ভূমিকা-** পাল -সেন যুগের কৃষি শিল্প এবং বাণিজ্য ছিল বাংলার অর্থনীতির মূল ভিত্তি। তবে এই যুগে বাংলার অর্থনীতিতে বাণিজ্যের গুরুত্ব ক্রমশই কমে এসেছিল। ভারতের পশ্চিম দিকের সাগরে আরব বণিকদের দাপটের ফলে বাংলার বণিকরা হটেছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যে বাংলার বণিকদের গুরুত্ব কমে যাওয়ায় বাংলার অর্থনীতি কৃষি নির্ভর হয়ে পড়েছিল। বাণিজ্যের অবনতির সঙ্গে মুদ্রা ব্যবস্থার যোগ ছিল। পাল ও সেন যুগে বাংলায় সোনা- রুপোর মুদ্রার ব্যবহার খুব কমে যায়।কড়িই হয়ে উঠেছিল জিনিস কেনাবেচার প্রধান মাধ্যম।

এই সময়ে কৃষিনির্ভর সমাজে ভূমিদানের অনেক নিদর্শন আছে। পাল যুগে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে রাজারা ভূমি দান করতেন। সেন যুগে অনেক ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করা হয়েছে। সেই আমলের লেখগুলি থেকে জানা যায় যে, জমি কেনাবেচার সময় কৃষককেও তার খবর দিতে হতো। সুতরাং সমাজে কৃষককে নিতান্ত অবহেলা করা হতো না। তবে জমিতে মূল অধিকার ছিল রাষ্ট্র বা রাজার।

Scanned with CamScanner

প্রদেয় বিভিন্ন কর:- রাজারা উৎপন্ন ফসলের ১/৬ ভাগ কৃষকদের কাছ থেকে কর নিতেন। তারা নিজেদের ভোগের জন্য ফুল ,ফল ,কাঠও প্রজাদের কাছ থেকে কর হিসাবে আদায় করতেন। বণিকরাও তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য রাজাকে কর দিত। এই তিন প্রকার কর ছাড়াও নানা রকমের অতিরিক্ত কর ছিল । নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রজারা রাজাকে কর দিত। সমগ্র গ্রামের উপরেও কর দিতে হতো গ্রামবাসীদের। এছাড়াও হাট এবং খেয়া ঘাটের উপরে কর চাপানো হত।

উৎপাদিত বিভিন্ন ফসল :- এই যুগের প্রধান ফসলগুলি ছিল ধান, সর্ষে ও নানা রকমের ফল যেমন আম,কাঁঠাল, কলা ,ডালিম, খেজুর ,নারকেল ইত্যাদি। আজকে বাঙালির খাদ্যতালিকায় ডাল একটি প্রধান উপাদান অথচ, সে যুগের সর্বের মধ্যে ডালের উল্লেখ পাওয়া যায় না । এছাড়া কার্পাস বা তুলো, পান-সুপারি, এলাচ, মহুয়া ইত্যাদিও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো।গ্রামের আশেপাশে ঘন বাঁশ বনের এবং নানা রকম গাছের কথা জানা যায়।সেগুলির কাট ছিল এ যুগের অন্যতম প্রধান সম্পদ। নদনদী পূর্ণ বাংলার আরেকটি বড় সম্পদ ছিল মাছ।

বাঙালির খাওয়া-দাওয়া:- যেদেশে ধান হলো প্রধান ফসল সেদেশে ভাত যে মানুষের প্রধান খাদ্য হবে তাতে সন্দেহ নেই । গরম ভাতে গাওয়া ঘি, তার সঙ্গে মৌরলা মাছ, নালতে (পাট) শাক, সর-পোড়া দুধ আর পাকা কলা দিয়ে খাবারের বর্ণনা আছে প্রাচীন কাব্যে। গরিব লোকের খাদ্যতালিকায় থাকতো নানা ধরনের শাকসবজি। আজ আমরা যেসব সবজি খাই যেমন বেগুন লাউ, কুমড়ো, ঝিঙে, কাকরোল, ডুমুর, কচু ইত্যাদি প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালির খাবারের জায়গা করে নিয়েছে। নদী-নালার দেশে রুই, পুটি, মৌরলা ,ইলিশ ইত্যাদি মাছ খাওয়ার অভ্যেসও ছিল । সেখানে বাঙালি সমাজের সব লোকে না খেলেও অনেকেই হরিণ, ছাগল নানা রকমের পাখি ও কচ্ছপের মাংস ,কাঁকড়া,শামুক,শুকনো মাছ ইত্যাদি খেত। অনেক পরে মধ্যযুগের পর্তুগীজদের কাছ থেকে বাংলার লোকেরা আলু খেতে শিখেছে। ডাল খাওয়ার অভ্যেস হয়তো বাঙালি পেয়েছে উত্তর ভারতের মানুষদের কাছ থেকে । তাছাড়া আখের গুড়, দুধ এবং তার থেকে তৈরি দই, পায়েস ,ক্ষীর প্রভৃতি ছিল বাঙালির প্রতিদিনের খাদ্য বস্তু।আর ছিল বাংলায় উৎপন্ন লবণ। মহুয়া এবং আখ থেকে তৈরি পানীয় বাঙালি সমাজে চালু ছিল।

ঘ) শেরশাহের শাসন ব্যবস্থায় কী কী মানবিক চিন্তার পরিচয় তুমি পাও তা লেখ। 5

উ:- i) শেরশাহের প্রশাসনিক ব্যবস্থা, রাজস্ব ব্যবস্থা ও জনহিতকর কাজের সঙ্গে সুলতান আলাউদ্দিন খলজী ও সম্রাট আকবরের শাসন ব্যবস্থার অনেকটা মিল ছিল। শাসন পরিচালনা ও রাজস্ব ব্যবস্থায় শের শাহ কিছু সংস্কার করেছিলেন । শের শাহ কৃষককে পাট্টা দিতেন। এই পাট্টায় কৃষকের নাম, জমিতে কৃষকের অধিকার ,কত রাজস্ব দিতে হবে প্রভৃতি লেখা থাকত । তার বদলে কৃষক রাজস্ব দেওয়ার কথা কবুল করে কবুলীয়ত নামে অন্য একটি দলিল রাষ্ট্রকে দিত । যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে শের শাহ সড়ক পথের উন্নতি করেন । তিনি বাংলার সোনারগাঁ থেকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পেশোয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত একটি সড়ক সংস্কার করান । রাস্তাটির নাম ছিল "সড়ক-ই -আজম"। এই রাস্তা পরবর্তীকালে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড নামে খ্যাত হয় । এছাড়াও আগ্রা থেকে যোধপুর এবং চিতোর পর্যন্ত একটি সড়ক তৈরি হয় । লাহোর থেকে মুলতান পর্যন্ত আরো একটি রাস্তা তৈরি হয়।

Scanned with CamScanner

ii) পথিক ও বনিকদের সুবিধার জন্য রাস্তার ধারে ধারে অনেক সরাইখানা তৈরি করা হয়েছিল ।

iii) শের শাহ ঘোড়ার মাধ্যমে ডাক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করেছিলেন ।

iv) সেনাবাহিনীর উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে "দাগ" ও "হুলিয়া " ব্যবস্থা চালু রাখেন শের শাহ ।

ঙ) বাংলার বৈষ্ণব আন্দোলনের ফলাফল কী হয়েছিল বিশ্লেষণ করো । 5

উ:- খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিক থেকে বাংলায় ভক্তি আন্দোলনের প্রভাব কমতে থাকে । শ্রীচৈতন্য এবং তার অনুগামীরা জাতিভেদ না মানলেও সমাজে ভেদাভেদ থেকেই গিয়েছিল । সবরকম ভেদাভেদ পুরো দূর করতে না পারলেও সেগুলিকে তুচ্ছ করা যায় একথা চৈতন্য জোর দিয়েই প্রচার করেন। সেকালের তুলনায় ভাবলে এটি একটি বড় সাফল্য ছিল । তবে চৈতন্য এবং তাঁর ভক্তি আন্দোলনের সবচেয়ে গভীর প্রভাব পড়েছিল বাংলার সংস্কৃতিতে ।

বৈষ্ণবদের রচনায় সাধারন মানুষের রোজকার জীবনের ছবি ধরা পড়ে । বহু মুসলমান কবি বৈষ্ণবগণ কবিতা লেখেন । ঘাঁটু, ঘাঁটু-তেলেনা, পটুয়া, রাসলীলা, পৌষ পার্বণ ইত্যাদির গানে আজও বৈষ্ণব প্রভাব লক্ষ্য করা যায় । এভাবেই ভক্তির ভাবনাকে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেন শ্রীচৈতন্য । বাংলায় এক নতুন সংস্কৃতি এবং সামাজিক পরিবেশ তৈরি হয় এর মধ্য দিয়ে । জ্ঞানের বদলে ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বর লাভের উপরে জোর পড়েছিল । বলা হতো: " জ্ঞানে কূলে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই । কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাই" অর্থাৎ জ্ঞানচর্চা বা উঁচু বংশে জন্ম দিয়ে কিছু হয় না । ভক্তির মাধ্যমে চৈতন্য লাভ হয়।

Scanned with CamScanner